সমকাল

তারিখ ০ 9 MAR 2015
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ৫

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়

ময়মনসিংহ

বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগে অনিয়ম, স্বজনপ্রীতি, দুর্নীতি, দলীয়করণ ইত্যাদি শিরোনামে বিভিন্ন জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদের প্রেক্ষিতে

বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের ভাষ্য ও প্রতিবাদ

উপরোক্ত বিষয়ে গত ০৩.০৩.২০১৫ হতে অদ্যাবধি বিভিন্ন জাতীয় পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদের প্রতি বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে। প্রকাশিত সংবাদসমূহে, এ বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগে অনিয়ম, স্বজনপ্রীতি, দুর্নীতি, দলীয়করণ করা হয়েছে মর্মে উল্লেখ করা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ প্রকাশিত এ সমস্ত সংবাদের তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছে এবং একইসাথে সংশ্লিষ্ট সকল মহলের জ্ঞাতার্থে ও জনমনে সৃষ্ট বিভ্রান্তি নিরসনকল্পে বাস্তব তথ্য নিম্নে তুলে ধরা হচ্ছে ঃ

বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মকর্তার ১১টি শূন্যপদ পূরণের জন্য গত ২৬.০৭.২০১৩ তারিখে এবং ৬টি শূন্যপদ পূরণের জন্য গত ১৯.০১.২০১৫ তারিখে জাতীয় পত্রিকায় নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রচারিত হয়। দুটি নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখিত পদসমূহে, বিশ্ববিদ্যালয় জনবল কাঠামোতে উল্লেখিত ক্রাইটেরিয়া অনুযায়ী যোগ্য প্রার্থী বাছাই করে নিয়োগের জন্য সিন্ডিকেট সমীপে সুপারিশ প্রদানের লক্ষ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী ০৯.০২.২০১৫ তারিখে অভিজ্ঞ শিক্ষক-কর্মকর্তার সমন্বয়ে ৮ (আট) সদস্য বিশিষ্ট একটি নিয়োগ কমিটি গঠন করা হয়। গঠিত কমিটি যথারীতি প্রার্থীদের সাক্ষাৎকার গ্রহণপূর্বক যোগ্য প্রার্থী বাছাই করে নিয়োগের জন্য সিন্ডিকেট সমীপে সুপারিশ প্রদান করে এবং গত ১৪.০২.২০১৫ তারিখে অনুষ্ঠিত সিন্ডিকেটের ৩০৫তম অধিবেশনে গৃহীত সিদ্ধান্ত/অনুমোদনমূলে বাছাইকৃত প্রার্থীদের অনুকূলে যথারীতি নিয়োগাদেশ প্রদান করা হয়।

এ বিশ্ববিদ্যালয়ে ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর বিভিন্ন ক্যাটাগরির ৭৪+৮২=১৫৬ টি শূন্য পদ পূরণের জন্য বিগত ১৫.০২.২০১৩ তারিখে এবং পরবর্তীতে আরো ৬৬+৬৪=১৩০টি শূন্য পদ পূরণের জন্য গত ১১.০৯.২০১৩ তারিখে জাতীয় পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রচারিত হয়। প্রচারিত ২টি বিজ্ঞপ্তির প্রেক্ষিতে প্রাপ্ত আবেদনসমূহ যাচাই বাছাই পূর্বক সংশ্লিষ্ট পদসমূহে নিয়োগের জন্য সুপারিশ প্রদানের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট বিভাগ/শাখা/অফিস প্রধানসহ অভিজ্ঞ শিক্ষক-কর্মকর্তার সমন্বয়ে ৬ (ছয়) সদস্য বিশিষ্ট দুটি পৃথক কমিটি (৩য় শ্রেণীর কর্মচারীদের জন্য ১টি এবং ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের জন্য ১টি) গঠন করা হয়।

গঠিত কমিটিদ্বয়, নিয়োগ প্রার্থী/আবেদনকারীদের মধ্য হতে বিশ্ববিদ্যালয় জনবল কাঠামোতে বিজ্ঞাপিত পদসমূহের জন্য নির্ধারিত ক্রাইটেরিয়া অনুযায়ী প্রার্থী বাছাই করার জন্য যথারীতি তাদের সাক্ষাতকার গ্রহণপূর্বক তাদের যোগ্যতা যাচাই করে নিয়োগের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের নিকট সুপারিশ সম্বলিত রিপোর্ট পেশ করে এবং কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী বাছাইকৃত ব্যক্তিবর্গের অনুকূলে গত ২৬.০২.২০১৫ তারিখে নিয়োগাদেশ প্রদান করা হয়।

কর্মচারী নিয়োগ দিয়ে মাননীয় ভাইস-চ্যান্সেলর মহোদয় এবং রেজিস্ট্রার মহোদয় বিশ্ববিদ্যালয় ত্যাগ করেছেন মর্মে জাতীয় পত্রিকাসমূহে যে সংবাদ পরিবেশন করা হয়েছে তা আদৌ সত্য নয়। মহামান্য সুপ্রীম কোর্টের নির্দেশনা মোতাবেক দেশের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে শিক্ষা কার্যক্রম স্বাভাবিক রাখার লক্ষ্যে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন কর্তৃক আয়োজিত একটি অতীব জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ সভায় যোগদানের জন্য মাননীয় ভাইস-চ্যান্সেলর মহোদয় গত ০১.০৩.২০১৫ তারিখে ঢাকায় অবস্থান করছিলেন। উক্ত সভায় তাঁর সক্রিয় অংশগ্রহণের সচিত্র সংবাদ বিভিন্ন জাতীয় সম্প্রচার মাধ্যমে ব্যাপকভাবে প্রচারিত হয়েছে। রেজিস্ট্রার মহোদয় বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে পূর্বাপর অবস্থান করছেন এবং যথারীতি প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন করছেন। মাননীয় ভাইস-চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. মোঃ রফিকুল হক এর মুক্তিযোদ্ধা সনদ সম্পর্কে যে সংবাদ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে তাও ভিত্তিহীন। তিনি যে একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা- তার সমর্থনে যথাযথ তথ্য প্রমাণসমূহ কর্তৃপক্ষের নিকট সংরক্ষিত রয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ মনে করে, একটি স্বার্থান্বেষীমহল উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে সরকারকে বিব্রত এবং বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন সম্পর্কে জনগণের মাঝে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করার লক্ষ্যে অসত্য তথ্য প্রচারের মাধ্যমে এ ধরনের অপচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

জনমনে বিভ্রান্তি নিরসনকল্পে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষীয় ভাষ্যের প্রতি সকল মহলের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাচ্ছে এবং সংশ্লিষ্টদের এ ধরনের অপচেষ্টা থেকে বিরত থাকার জন্য আহবান জানানো যাচ্ছে।

পিসি-১১২৮/১৫ (৯"×৪)

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ